# ওয়াশিংটনে নজরুল সম্মেলনঃ দর্শকদের মন্তব্য কবি কেন সর্বকালের সর্বযুগে অবহেলিত

হারুন চৌধুরী

গাহি সাম্যের গান যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান/সেখানে মিশেছে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলিম খৃস্টান। আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একশত নয়তম জন্ম দিবস উপলক্ষে ওয়াশিংটন ডিসিতে কবিকে কেন্দ্র করে ১১তম উত্তর আমেরিকা নজরুল সম্মেলন হয়ে গেল ২৪ ও ২৫ মে। ওয়াশিংটন ডিসির পটমেক নদীর অনতী দুরে মেরীল্যান্ডে শেভী গ্রোভ ইউনিভার সিটির বিশাল অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল
এই নজরুল সম্মেলন।

আহবায়ক ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন। এ সম্মেলনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও কানাডা থেকে নজরুল ভক্তরা এসেছিলেন। প্রথম দিন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের ওয়াশিংটনস্থ মাননীয় রাষ্ট্রদূত মুক্তিযোদ্ধা জনাব হুমায়ুন কবির। প্রধান অতিথির ভাষনে বলেন-অবিভক্ত বাংলায় নজরুল আমাদের প্রেরণার প্রতীক। সে ছিল বিদ্রোহী ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে। যারা বাংলাদেশী আমেরিকান রয়েছেন তাদের দেশের শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ততা রক্ষা করলে আমরা আমাদের সংস্কৃতি থেকে দুরে সড়ে যাব না। আর একটি বিষয় তিনি জোড় দিয়ে বলেন- বাংলাদেশীয় ছাড়াও আমেরিকানদের এ ধরনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলে তারা আমাদের সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। আহবাযক তার ভাষনে বলেন- আমাদের বাংলা সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য নজরুলের অনেক প্রয়োজন। আমাদের নুতন প্রজন্মকে নজরুল সম্পর্কে জানতে দিতে হবে। তাদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববাসীর কাছে নজরুলের সাম্যের বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে। তা হলেই নজরুল যুগ যুগ ধরে বেচে থাকবে মানুষের মাঝে। আরও বক্তব্য রাখেন ডঃ সুলতান আহম্মেদ। কলামিষ্ট ওয়াহেদ হোসাইনী।

১৯৯০ সালে উত্তর আমেরিকায় প্রথম নজরুল সম্মেলন আরম্ভ হয়। ১৯৯৪ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে ৪র্থ সম্মেলনের পর আবার অনেক বছর ঘুরে ২০০৮ সালে ১১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাসে নজরুল গবেষকরা সেমিনারে নজরুলের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সমন্বয়কারী ছিলেন ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান ইকবাল বাহার চৌধুরী। জাপান থেকে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে এসেছিলেন নজরুল গবেষক ডঃ কিওকো নাওয়া। মেরীল্যান্ডের ডঃ কবির উদ্দীন, ভুয়ার ভাষ্যকার আনিস আহাম্মদ, নজরুল গবেষক ও নজরুল সংঙ্গীত শিল্পী লীনা তাপসী খান ও বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহাম্মদের কন্যা লেখিকা শারমীন আহাম্মদ রিপি। ইকবাল বাহার চৌধুরী নজরুলের সাথে তার বাবার কেমন সম্পর্ক ছিল তা বর্ণনা করেন। তার বাবাই নজরুলকে প্রথম চট্রগ্রামে নিয়ে যান। যে সব জায়গায় নজরুলকে নিয়ে গেছেন তার ডকুমেন্টরী দেখান। ধুমকেতু নামে যে পাক্ষিক পত্রিকা সে যুগে বের হত তার নমুনা কপি দর্শকদের সম্মুখে তুলে ধরেন। জাপান থেকে আগত ডঃ কিও চমতকার বাংলায় বলেন- আমি নজরুল জানতে শিখেছি তার বিদ্রোহী কবিতা পড়ে দর্শকদের মধ্য থেকে ডঃ সিজান মজুমদার পেশালিষ্টদের কাছে প্রশ্ন করেন- নজরুল যখন অসুস্থ অভাব অনটনে দিনাতিপাত করছেন তার বন্ধুরা মিলে নজরুল নিরাময়

কেন্দ্র খুলে নজরুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তখন অবিভক্ত বাংলার মূখ্য মূখ্যমন্ত্রী। তিনি কেন নজরুলের চিকিৎসায় এগিয়ে এলেন না? তিনি ইচ্ছে করলে সব ধরনের ব্যবস্থা করতে পারতেন। তিনি কেন তিনি কেন পিছিয়ে রইলেন। তাৎক্ষণিকভাবে পেশালিষ্টরা উত্তর থেকে বিরত রইলেন। কারণ এর সঠিক উত্তর দিতে হলে ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। পেনসেলভেনিয়া থেকে আগত ডঃ জিয়াউদ্দীন আহাম্মদ নজরুলের উপর ডকুমেন্টরী প্রদর্শন করেন। ওয়াশিংটন সম্মেলন কমিটি ঘোষনা দেয় আগামী বছর ২০০৯ সালে ১২তম নজরুল সম্মেলন হবে ফিলাডেলফিয়ার দিলওয়ার ভেলীতে।

নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা আবৃত্তি করেন বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণকারী ডঃ বিপ্রদাস। মেরীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, বষ্টন, নিউইয়র্ক ও কানাডা থেকে আগত শিল্পীরা নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। কলিকাতার শরমিষ্ঠা বাম্পার্জি, নিউজল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সাবিহা মাহবুব, কানাডা থেকে আগত শংকর চক্রবর্তী নজরুলের বেশ কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। দর্শক শ্রোতাদের অনুরোধ থাকা সত্ত্বেও তাদের পক্ষে আরো গান গাওয়া সম্ভব হয়নি। কারণ সময় গড়িয়ে তখন রাত বারটা বাজে।

বর্তমান যুগে সাড়া জাগানো নিবেদিত প্রাণ নজরুল গবেষক বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রফিকুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে ডক্তর অব ফিলোসফি (পিএইচডি) করছেন নজরুল সংগীত শিল্পী লীনা তাপসী খান তখন অপেক্ষা করছেন গান পরিবেশন করার জন্য। লীনা স্টেজে আসতেই দর্শকদের মুহু মুহু করতালি। হারমোনিয়ামের উপর হাত রেখে দর্শকদের সাদরে সম্ভাসন জানালেন। বললেন- যত রাতই হউক না কেন আমি একশত গান গাইব। প্রথমেই রাগের উপর গান ধরলেন তবলায় তখন হিমশিম খাচ্ছে স্থানীয় তবলা সংগতকারী মনির হোসেন। রুমু ঝুমুকে বাঁজায় ..... গান শেষ না হতেই আবারও করতালি রাত যখন একটা বাজে হল ছেড়ে দিতে হবে বিধায় গানের ডালি অসমাপ্ত রেখেই লীনা তাপসী দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। লীনা সম্পর্কে দর্শকদের মন্তব্য ছিল- নজরুল যুগে লীনা জন্ম নিলে নজরুলের হাতে যে সব অনবদ্য শিল্পীর জন্ম হয়েছে তাদের সাথে হয়তো লীনা তাপসীর নামটাও যোগ হত। বিখ্যাত নজরুল সংঙ্গীত শিল্পী ফিরোজা বেগমের পরে হয়তো লীনা সে স্থানটি দখল করে নিবে। সে জন্য এ শিল্পীকে অনেক দুরের পথ এগুতে হবে। যুগ শ্রষ্ঠা নজরুল মাত্র বাইশ বছর পর্যন্ত সৃষ্টি করে গেছেন, শক্তিশালী করেছে বাংলা গানের সাহিত্য ভান্ডারকে। কবি অকৃতিম ভালবাসা পেয়েছেন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। কট্টরপন্থী মানুষের কাছ থেকে বারবার বাধা পেয়েছেন, সমালোচিত হয়েছেন। তারপরও তিনি থেমে থাকনেনি। সাম্যের গান গেয়েছেন। এই সম্মেলনে সাধারণ মানুষের শুধু একটাই প্রশ্ন ছিল “কবি কেন সর্বকালে সর্ব যুগে অবহেলিত।”

লেখক/ সাংবাদিক – ওয়াশিংটন ডিসি